দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আসন সংখ্যা ২০ ভর্তি করা হয়েছে চারশ'

ভিকারুননিসা স্কুলে অনিয়মের চাঞ্চল্যকর তথ্য

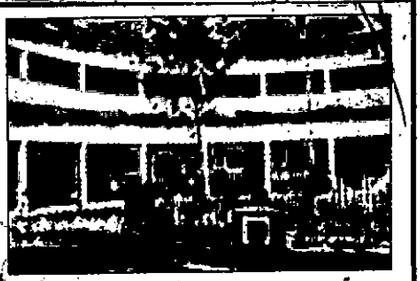

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ফাইল ছবি

॥ আবুল খায়ের ॥

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডি সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. মজিবুর রহমান হাওলাদারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়ার মত ছাত্রী ভর্তি নিয়ে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য, কেনাকাটায় নামে-ও কারণে-অকারণে লুটপাটের ঘটনার তথ্য প্রমাণ পাচ্ছে। এদিকে ডা. মজিবুর রহমান দাবি করেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০টি আসনের বিপরীতে প্রায় ৪শত ছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত কথিত ৪ সন্ত্রাসী ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের কোটি কোটি টাকার ছাত্রী ভর্তি বাণিজ্য, দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত কলেজের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক এবং গভর্নিং বডির কতিপয় সদস্য ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা ডিবির কর্মকর্তাদের কাছে ফাঁস করে দেয়। হত্যাকাণ্ডের (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভিকারুননিসা নূন স্কুলে

(প্রথম পৃঃ পর)

জন্য চুক্তি অনুযায়ী তাদের দেড় লাখ টাকা গভর্নিং বডির এক সদস্যের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এই টাকা দিয়ে হামলায় নেতৃত্বদানকারী এক পুলিশ কনস্টেবলের পুত্র জসিম মোটর সাইকেল ক্রয় করে বলে ডিবির কর্মকর্তাদের জানায়। গ্রেফতারকৃত সাহেব আলী ওরফে সাহেব, টিপু, হালিম ও নূপুরকে গতকাল শনিবার ডিবির তদন্ত কর্মকর্তা ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আদালত তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

এদিকে অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তি ও দুর্নীতির কারণে গভর্নিং বডির সদস্য ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনায় জড়িত ৪ জনকে গ্রেফতার এবং তাদের স্বীকারোক্তি নিয়ে ইত্তেফাকে গতকাল প্রকাশিত সংবাদে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকরা ইত্তেফাকে ফোন করে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে অবৈধ ছাত্রী ভর্তি ও দুর্নীতির ঘটনার সত্যতা দাবি করে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। গভর্নিং বডির সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ ডা. মজিবুর রহমান তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলার কারণ সম্পর্কে ইত্তেফাককে জানান যে, মেধাহীন ছাত্রীদের অবৈধ ভর্তি করা নিয়ে তিনি বরাবর কঠোর অবস্থানে থাকতেন। এ কারণে গত ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে অবৈধভাবে ভর্তি করার কোন সুযোগ পায়নি ভর্তি বাণিজ্যের সিন্ডিকেটের সদস্যগণ। তবে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। এতে ২০টি আসনে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের যে পরিমাণ টাকা ক্যাশে জমা হওয়ার কথা তার ১০ গুণ বেশি টাকা জমা হয়েছে। এতেই নির্ধারিত আসনের বাইরে অবৈধ ছাত্রী ভর্তির বিষয়টি প্রমাণিত। নির্ধারিত আসনের মাত্রাতিরিক্ত ভর্তিকৃত ছাত্রীদের বসার কোন জায়গা ক্লাসে নেই। এ কারণে ২৩ লাখ টাকার টেবিল ক্রয় করা হয় ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি ছাড়াই। নিয়মানুযায়ী ২৩ লাখ টাকার কেনাকাটার জন্য দরপত্র আহ্বান করার কথা তাও করা হয়নি। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকসহ ১২৮টি পদ দীর্ঘ দুই বছর অধিক সময় ধরে শূন্য। অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও অবৈধ ছাত্রী ভর্তি বাণিজ্যের সিন্ডিকেটের কারণে অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ৭৬ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এই সকল শূন্য পদের বিপরীতে পার্টটাইমে নিয়োগকৃত বেশির ভাগ অনভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে কিংবা কোচিং সেন্টারের শিক্ষক দিয়ে ছাত্রীদের ক্লাস চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। ছাত্রীদের বেতন দ্বিগুণ করার প্রস্তাবে ডা. মজিবুর রহমান বিরোধিতা করেন।

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা চাকরি শেষে গ্রাজুয়েটিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চুক্তিভিত্তিক দুই বছর নিয়োগ পান। নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা প্রদানে আপত্তি জানান হয়। এমনকি ঐ টাকার চেকে ডা. মজিবুর রহমানকে সই করার জন্য বর্তমান অধ্যক্ষার পক্ষে জনৈক মোয়াজ্জেম হোসেন ফোন করেন। চেক সই না করলে ডা. মজিবুর রহমানের খবর আছে বলে হুমকি দেয়া হয়। বর্তমান অধ্যক্ষার নিয়োগ ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি ছাড়া এবং নিয়ম বহির্ভূত হয়েছে বলে তিনি আপত্তি করেন। গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচনে শিক্ষা অধিদফতরের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা পরাজিত হন। কিন্তু তিনি পরাজিত হলেও ক্ষান্ত হননি। কেয়ারটেকার সরকারের আমলে ঐ কর্মকর্তা সরকারি প্রতিনিধি হয়ে কলেজে আসেন। ডা. মজিবুর রহমানসহ গভর্নিং বডির আপত্তির মুখে সরকার তার প্রতিনিধি নিয়োগ বাতিল করে দেয়। অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত গভর্নিং বডির সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যের স্ত্রীরা কলেজের শিক্ষক রয়েছেন। এই সকল শিক্ষক নিয়োগ নিয়মনীতি বহির্ভূত।

গ্রেফতারকৃত ৪ সন্ত্রাসী ডিবির কর্মকর্তাদের জানায় যে, ডা. মজিবুর রহমানকে হত্যা করার জন্য ধানমন্ডির সন্ত্রাসী মামুনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এই মামুনের সঙ্গে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির এক সদস্যের যোগাযোগ রয়েছে। তার সঙ্গে মামুনের এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্পর্কিত একটি চুক্তি হয়। মামুন হত্যাকাণ্ড ঘটনার জন্য পুলিশ কনস্টেবলের পুত্র জসিমকে দায়িত্ব দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৯ এপ্রিল রাত সোয়া ৮টায় রোগী সেজে জসিমের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল ডা. মুজিবুর রহমানের সিদ্ধেশ্বরী নিউ সার্কুলার রোডের প্রাইভেট চেম্বারে যায়। এর আগে নূপুরের নেতৃত্বে ৭ জনের একটি গ্রুপ চেম্বারের নীচে অনুসন্ধানকারী দল হিসাবে দায়িত্ব পালনরত ছিল। দোতলায় চেম্বারে ঢুকে জসিম কর্তব্যরত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার মজিবুর কোথায় বসেন? কর্মচারী কক্ষটি দেখানো মাত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ দ্রুত সেখানে যায়। টের পেয়ে ডা. মজিবুরের সহকারী দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। সন্ত্রাসীরা চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে দরজা কেটে কক্ষে ঢুকে পড়ে। সহকারী নূর হোসেনকে প্রহার করে মেঝেতে ফেলে দেয়। এরপর জসিমের নেতৃত্বে ডা. মজিবুর রহমানের উপর হামলা চালানো হয়। চাপাতি দিয়ে তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করার পর ডা. মজিবুর মেঝেতে পড়ে যান। রক্তে মেঝেতে ভেসে যায়। সন্ত্রাসীরা ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন। সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার পর রক্তাক্ত অবস্থায় ডা. মজিবুর রহমানকে হলি ফ্যামিলিতে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের অনুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা হাসপাতালে যায়। তারা কে২

সখানে গিয়ে জানতে পায় ডা. মজিবুর রহমান মারা যাননি। ঐ দিন চুক্তি অনুযায়ী দেড় লাখ টাকা জসিমের হাতে তুলে দেয় গভর্নিং বডির এক সদস্য। এই টাকার মধ্যে পরদিন এক লাখ টাকা দিয়ে জসিম একটি মোটরসাইকেল ক্রয় করেছে। বাকি ৫০ হাজার টাকা সহযোগীদের মধ্যে জসিম ভাগ করে দেয় বলে গ্রেফতারকৃতরা ডিবির কর্মকর্তাদের জানিয়েছে। অবৈধ ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে এক পুলিশ ইন্সপেক্টর জড়িত। গ্রেফতারকৃতদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে তদবির করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। গ্রেফতারকৃতদের ডিবির কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা মিসেস রোকেয়া আকতার বেগম গতকাল রাতে ইত্তেফাককে জানান, ভর্তি কমিটির বিবেচনায় অতিরিক্ত কিছু ভর্তি করা হয়েছে। তবে তারা মেধাবী। ২৩ লাখ টাকার চেক সই করার বিষয় সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। পূর্বে যে নিয়মে কেনাকাটা হয়েছে, সেই নিয়মে টেবিল ক্রয় করা হয়। ভর্তি নিয়ে তাকে নানাভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে। তিনি অবৈধভাবে কোন ভর্তি করেননি। অধ্যক্ষসহ ১২৮টি শূন্য পদ পূরণের বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির। গত দুই বছরে নানা কারণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। এখন পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেয়া হবে বলে অধ্যক্ষা জানান।